দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 20 FEB 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

13

শিক্ষাঙ্গন

ভর্তি সংকট

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে আইপিজিএমআর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে নিঃসন্দেহে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে চিকিৎসকদের উচ্চতর ডিগ্রী প্রদানের জন্য এ প্রতিষ্ঠান কাজ করে আসছে। প্রথম অবস্থায় উচ্চতর কোর্সে ভর্তির জন্য তেমন বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু আশির দশকে প্রতিযোগীর সংখ্যা বহুগুণে বেড়ে যায়। আর এতে প্রতিযোগীরা আসন সংখ্যার স্বল্পতার জন্য ভর্তির সুযোগ পায় না। তাছাড়াও রয়েছে ত্রুটিপূর্ণ ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি। এ পদ্ধতির ফলে 'ভাগ্য' অনুকূল থাকলেই কেবল সুযোগ পাবে এমন বিশ্বাসও জাগে কখনো কখনো।

ভর্তি পরীক্ষায় যে লিখিত প্রশ্ন করা হয়, তাই সকল বিভাগের যাচাই-এর মাপকাঠি হতে পারে। তবে তাতে কিছু পরিবর্তন আনতে হবে। বর্ণনামূলক প্রশ্ন করা হলে, তারও একটা নিয়মনীতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। অন্যদিকে এমসিকিউ প্রশ্ন করা হলে প্রত্যেক বিষয় থেকে পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রশ্ন রাখা যেতে পারে। আজকাল যেখানে মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য এমসিকিউ পদ্ধতিতে প্রশ্ন করা হচ্ছে, সেখানে স্নাতকোত্তর প্রতিষ্ঠানে সেকেলে পদ্ধতিই কি অনুসৃত হবে। অপরদিকে মৌখিক পরীক্ষা মেডিকেল কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রেও তুলে দেয়া হয়েছে। কারণ এতে প্রশ্ন কর্তার বিশেষ মুহূর্তের মন-মেজাজ এবং শিকার হতে হয় ছাত্রকে। তাছাড়াও বিশেষ বিশেষ উত্তর পাওয়ার জন্য বিভিন্ন পরীক্ষক প্রশ্ন রাখেন যা উত্তরদাতার পক্ষে ঐ মুহূর্তে সাজিয়ে গুছিয়ে বলা সম্ভব হয় না। আর তাই মৌখিক পরীক্ষায় অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হন পরীক্ষার্থীরা।

এমতাবস্থায় পিজি কর্তৃপক্ষ কি ভর্তির জন্য সুষ্ঠু নিয়ম পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন না?

—ডাঃ জে, ইউ, মাহমুদ